

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নম্বরঃ ১২১৭

১/ বিবিধ

আরবী

العمامة على القلنسوة فصل ما بينا وبين المشركين، يعطى يوم القيامة بكل كورة
يدورها على رأسه نورا
باطل

رواه الباوردي عن ركانة مرفوعا كما في " الجامع الصغير " وبيض المناوي له فلم
يتكلم عليه بشيء
وقال الشيخ الكتاني في " الدعامة " (ص 7) : إن سنده واه
يعني أنه ضعيف جدا كما في الصفحة (34) منه
وقد صرح بشدة ضعف هذا الحديث الفقيه أحمد بن حجر الهيتمي في كتابه " أحكام
اللباس " (ق 9/2) فقال: ولولا شدة ضعف هذا الحديث لكان حجة في تكبير العمائم
قلت: والحديث عندي باطل لأن تكثير كورات العمامة خلاف هدي النبي صلى الله
عليه وسلم فيها، بل هو من ثياب الشهرة المنهي عنها في أحاديث خرجت بعضها في
آخر كتابي حجاب المرأة المسلمة
والشطر الأول من الحديث رواه الترمذي وضعفه، وهو مخرج في " الإرواء " (1503)

বাংলা

১২১৭। টুপির উপরে পাগড়ী ব্যবহার করা আমাদের এবং মুশরিকদের মাঝে পৃথকীকরণ আলামত। কিয়ামতের
দিন পাগড়ীর প্রত্যেক পেচের বিনিময়ে, যা তার মাথায় পেঁচিয়ে থাকে, নূর প্রদান করা হবে।

হাদীসটি বাতিল।

হাদীসটি বাওরদী রুকানা হতে মারুফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন যেমনটি “আল-জামেউস সাগীর” গ্রন্থে এসেছে। মানবী হাদীসটি সঠিক নাকি বেঠিক এ সম্পর্কে কোন কথা বলেননি।

শাইখ আল-কাত্তানী "আদ-দায়ামাহ" গ্রন্থে (পৃঃ ৭) বলেনঃ তার সনদটি ওয়াহীন। অর্থাৎ খুবই দুর্বল যেমনটি ৩৪ পৃষ্ঠায় এসেছে।

আহমাদ ইবনু হাজার আল-হায়তামী তার "আহকামুল লিবাস" গ্রন্থে (কাফ ২/৯) হাদীসটি খুবই দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলেছেন; যদি হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল না হত তাহলে এটি পাগড়ী বড় করার দলীল হিসেবে ব্যবহৃত হত।

আমি (আলবানী) বলছিঃ আমার নিকট হাদীসটি বাতিল। কারণ পাগড়ীর পেঁচ বেশী বেশী করে দেয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকা বিরোধী। বরং তা লোক দেখানো নিষিদ্ধ ঘোষিত পোষাক। এ সম্পর্কে বর্ণিত কতিপয় হাদীস আমি আমার "হিজাবুল মারাআহ আল-মুসলিমাহ" গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

হাদীসটির প্রথম অংশটুকু ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। সেটিকে আমি “আল-ইরওয়া” গ্রন্থে (১৫০৩) বর্ণনা করেছি।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72096>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন